তারিখ ...1.0 DEC 1990.
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... 2...

দৈনিক খবর

অর্থ সংকটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

নির্মাণ কাজ বন্ধ ।। অস্তিত্ব নিয়ে জনমনে সংশয়

কুষ্টিয়া, ৯ই নভেম্বর (সনৎ নন্দী প্রেরিত)।– লাখো মানুষের দীর্ঘদিনের আশার ফসল ও আন্দোলনের ফলশ্রুতি ঝিনেদা-কুষ্টিয়া সীমান্তে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণপূর্ত উপ-বিভাগের প্রকৌশলী রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত এক পত্রে স্মারক নং-২২৩/৪ তাং ২০-১০-৯০ কর্মরত ঠিকাদারদের জানিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর গণপূর্ত সার্কেল যশোর-এর স্মারক নং-২৮১০/১(৬) তারিখ ২৪-৯-৯০ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়ায়- এর স্মারক সংখ্যা-১০-৪৫/৩৬৭১(৩) তারিখ ৩০-৯-৯০ সূত্রের ধারাবাহিকতায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রকল্পের সকল কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করে।

জানা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ে ১৬ কোটি ২৫ লাখ টাকার নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। তার মধ্যে গত জুন পর্যন্ত মাত্র ৩ কোটি টাকা পাওয়া যায়। জুনের পরে আর কোন অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ খাতে দেয়া হয়নি। ফলে কর্তৃপক্ষ টাকার অভাবে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এডিপি পূর্ত খাতে মাত্র ১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা দেবার কথা ঘোষণা করেছে অথচ আজ পর্যন্ত সে টাকা পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সূত্র মতে জানা যায়, বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি টাকার চাহিদা রয়েছে। টাকার অভাবে ঠিকাদারদের কাজ বন্ধ করে দিতে বলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে কুষ্টিয়া জেলার আপামর জনগণের বিন্দু বিন্দু সংগ্রামের একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস রয়েছে। আজও ৬ জন ছাত্র নেতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের কথিত অপরাধী কারাগারে রয়েছে। বিক্ষোভ মিছিল থেকে শুরু করে অনশন এমনকি সারা দিনব্যাপী হরতাল পর্যন্ত এ জেলার মানুষ করেছে। তাদের দাবীর মুখে বর্তমান সরকার গাজীপুর থেকে পুনরায় স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছে। এ কৃতিত্ব জেলার দল-মত নির্বিশেষে- প্রতিটি সচেতন মানুষের।

১৯৭৯ সালের ২২শে নভেম্বর তৎকালীন – জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুষ্টিয়া-ঝিনেদা জেলা সীমান্তে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ১৭৫ একর জমির ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পুরোদমে কাজ চলার সময় এবং ৮২-৮৩ সালের শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেবার পর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করে দেন এবং পরবর্তী সময় তা ঢাকার সন্নিকটে গাজীপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। জনগণের দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ দাবীর মুখে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করা যায়।

এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস অস্থায়ীভাবে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে। অপরদিকে নিজস্ব এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে সাদ্দাম হোসেন ছাত্রাবাস ২টা বিল্ডিং প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক ও অফিসারদের আবাসিক ভবন, ক্লাস ভবন ও অপর ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। সাদ্দাম হোসেন ছাত্রবাস প্রায় শেষ পর্যায়। ৫৫ লাখ টাকা খরচে এতে ৩ তলা প্রশাসনিক ভবনের প্রায় ৯০ ভাগ শেষ হয়ে গেছে। প্রায় ৩০ লাখ টাকা খরচে ১৫০০ এসএফটি সম্পন্ন দ্বিতলায় ৪টা পরিবার থাকার মতো শিক্ষককের আবাসিক ভবন, ১০০০ এসএফটি সম্পন্ন ৩৪ লাখ টাকা খরচে ৮ পরিবার থাকার মতো আবাসিক ভবন, ১২৫০ এসএফটি সম্পন্ন ৪ তলা বিশিষ্ট ৮ পরিবার বাসযোগ্য ভবন ৩৩ লাখ টাকা খরচে তৈরী সম্পন্ন রয়েছে। এছাড়াও ২ কোটি ২৫ লাখ টাকা খরচে ৩ তলা বিশিষ্ট ক্লাস ভবনের মাত্র ১ তলা সম্পন্ন হয়ে বর্তমানে বন্ধ রাখা হয়েছে। ৪ তলা বিশিষ্ট অপর একটি ছাত্রাবাস কেবল শুরু করেই বন্ধ রাখা হয়েছে। হল এবং আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাররা কাজ শেষ করেও টাকা পাননি। এ যাবৎ তাদের মাত্র ৭৫ ভাগ টাকা প্রদান করা

৫-এর পাতায় দেখুন

নির্মাণ কাজ বন্ধ

৬ এর পাতার পর

হয়েছে বলে তারা জানায়। যাদের কাজ শেষ হয়নি তাদেরও যৎসামান্য রানিং বিল দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে অত্র এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার দেখা দিয়েছে। তাদের মনে পুনরায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে যে, সরকার কি আবার বিশ্ববিদ্যালয় অন্যত্র সরিয়ে নেবেন? যদিও কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের বিন্দুমাত্র সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সম্ভব নয়, তবুও এলাকার মানুষ আতঙ্কিত।

ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত কিছু ছাত্র যারা গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সেইসব চিহ্নিত কিছু ছাত্র এখানে এসে বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তারা পুনরায় নতুন করে চক্রান্তে লিপ্ত বলে জানা যায়। কুষ্টিয়া-ঝিনেদাসহ প্রায় ১০টা জেলার লাখ লাখ মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে এইসব ছাত্ররা একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থেকে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এরই মধ্যে তারা শহরে বিভিন্ন স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পোষ্টার মেরেছে- হ্যান্ড বিল ছাড়ছে।

শহরের বিভিন্ন মহল এইসব চিহ্নিত ছাত্রদের যারা কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে- তাদের অবিলম্বে বহিষ্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবী জানিয়েছে।